‘গেরিলা’ – উষ্ণ করি শির

শুজা রশীদ

বহুদিন দেশের বাইরে থাকায় দেশীয় সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ ষোল আনা না হলেও একেবারে মন্দও নয়। শুধু যে বিশেষ দিকটিতে খানিকটা ঘাটতি ছিলো সেটা বাংলাদেশি ছায়াছবি। ইদানীং যে কয়েকটি ছবি দেখেছি তার কোনটিই মন কাড়তে পারেনি। খানিকটা মনক্ষুন্ন হয়েই ওপথ আর মাড়াইনি বেশ কিছুদিন ধরে।

বাংলাদেশী ছায়াছবি ‘গেরিলা’র কথা প্রথম জানতে পারি যখন ছবিটা ১৭ তম কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালে সেরা এশীয় ছবি হিসাবে পুরষ্কার পেলো। ছোট হোক আর বড় হোক, পুরষ্কার মনযোগ কাড়ায় ওস্তাদ। আমি এমনিতে ছায়াছবি দেখার পাগোল, তাবৎ হলিউডের মুভি আমার দেখা হয়ে যায় – সোজা আঙ্গুলেই হোক আর আঙ্গুল বাকিয়েই হোক। তবে দর্শক হিসাবে আমি বেশ খুতখুতে, দোষ ত্রুটি ধরতে জুড়ি নেই। কিন্তু তারপরও মোটামোটি উপভোগ্য হলে এবং পরিচালনা উন্নত মানের হলে আমাকে দর্শক হিসাবে ধরে রাখাটা সহজ। মনপুরা দেখে ভালো লেগেছিলো। কিন্তু তারপর আর মনে ধরার মত কিছু দেখিনি। আমার কিছু বন্ধু পত্নী আছেন দেশীয় সব কিছুই যাদের নখ দর্পনে। ভালো কোন নাটক কিংবা ছায়াছবি এলে তারাই আমাদেরকে দয়াপরবশ হয়ে খবর দিয়ে থাকেন। আমার গৃহিনীর (মিলি) দেখার ব্যাপারে আগ্রহ থাকলেও লক্ষ্য করেছি সে সবসময় খোজ খবর রাখে না।

যাই হোক, দেখা যাক ‘গেরিলা’ ছায়াছবি হিসাবে কতখানি সফল।

বাচ্চাদেরকে বিছানায় পাঠিয়ে দিয়ে আমি আর মিলি আমার রিডিং রুমে একটা সোফায় গ্যাট হয়ে বসি, চালিয়ে দেই অন-লাইনে খুজে পাওয়া ‘গেরিলা’র ফ্রি কপি। আমার কম্পিউটারের বাইশ ইঞ্চি মনিটরে কিঞ্চিৎ ছোট দেখালেও ছবির গুনগত মান ভালো থাকায় দেখতে কোন অসুবিধা হলো না। দু’জনার কেউ-ই নিশ্চিত নই ছবির মান নিয়ে কিন্তু অনেক উচ্চাশা নিয়ে বসেছি। যদিও কলকাতার মুভি ফেস্টিভাল অনেক পুরানো কিন্তু এবারই প্রথম সেরা এশীয় ছায়াছবি নামে

এই বিশেষ প্রতিযোগীতা শুরু করা হয়েছে। মোট বারোটি ছায়াছবি এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করে। আমরা আশায় বুক বেধে ছবি চালিয়ে দেই।

ছায়াছবিটা যারা দেখেন নি তাদের জন্য সংক্ষেপে গল্পটা তুলে ধরছি – বিলকিস নামের এক তরুনী মেয়েকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার স্বামী নিখোজ হবার পর বিলকিস মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গেরিলা বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একশ' চল্লিশ মিনিটের মুভি হলেও ছবিটা আমাদের মনযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। পুরো গল্পটা আমি এখানে তুলে ধরতে চাইনা কিন্তু খুব বিস্তারিত সমালোচনায় না গিয়ে এটুকু বলবো যে 'গেরিলা' উপভোগ্য। চমৎকার পরিচালনা, অভিনয়, কাহীনির ঐতিহাসিক পটভূমকাকে যথাযথভাবে তুলে ধরবার প্রয়াশ প্রশংসনীয়। সবচেয়ে ভালো লেগেছে শুধুমাত্র মুক্তিযুধকে পুজি করে ছায়াছবিটি বানানোর চেষ্টা না করে একটি কাহীনিকে জড়িয়ে তাকে বিকশিত করা হয়েছে। যার ফলে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি না হয়ে এটি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভুমিকায় একটি চরিত্রভিত্তিক ছায়াছবি।

তবে, আরেকটু গভীরভাবে তাকালে দেখা যায় সবাই সমান দক্ষতায় নিজ নিজ ভুমিকা পালন করতে পারেন নি। আমার আন্তরিক অভিমত এখানে তুলে ধরছি।

<u>কাহিনী</u> – কয়েকটি জায়গায় একটু বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সব মিলিয়ে গল্পটি সুসংযত এবং গাথুনী মোটামুটি ভাবে ভালো ফলে ধারাবাহিকতা বজায় ছিলো।

<u>অভিনয়</u> – সবাই মোটামুটি ভাবে ভালো অভিনয় করলেও যারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

বিলকিসের ভুমিকায় জয়া আহসানের অভিনয় স্বতুস্ফুর্ত, স্বাভাবিক এবং মন কাড়া ছিলো, যদিও আরোও ভালো করবার অবসর ছিলো।

ক্যপ্টেন শামসাদ এবং মেজর সারফারাজের ভুমকায় শতাব্দী অদুদের অভিনয় নিঃসন্দেহে চমৎকার ছিলো, বিশেষ করে এমন কঠিন ভূমিকায় (নির্মম পাকিস্থানী সৈনিক) তিনি যে সাবিলীলতার সাথে অভিনয় করেছেন সেটা সত্যিই উপভোগ্য ছিলো।

দুঃখজনক ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ভুমিকায় যারা অভিনয় করেছেন তারা কেউ ই মনে লেগে থাকার মত অভিনয় করতে সক্ষম হন নি। দলের মধ্যে যে ধরনের অবিচ্ছেদ্য আন্তরিকতার সৃষ্টি করা হবে বলে আশা করেছিলাম সেটাও দেখিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু খাপছাড়াই মনে হয়েছে। পিযুশ বন্দোপাধ্যায়কে সাধারন মনে হয়েছে, এ,টি,এম, সামসুজ্জামানকে তেমন মানায়নি, সম্পা রেজাকে খুব-ই নিস্প্রভ লেগেছে।

<u>পছন্দ – অপছন্দের তালিকাঃ</u>

<u>পছন্দঃ</u> কাহিনী, জয়া ও শতাব্দীর অভিনয়, তৎকালীন বিশৃংখল এবং হৃদয় বিদারক পরিবেশকে তুলে ধরবার আন্তরিক প্রচেষ্টা

<u>অপছন্দঃ</u> শুদ্ধ ও চলিত ভাষার জগা খিচুড়ি, এমনকি একই বাক্যের মদ্ধ্যে। শুনতে অসম্ভব খারাপ লাগে এবং পরিচালককে অনভিজ্ঞ মনে হয়। এই ব্যাপারটা অবশ্য অনেক নাটকেও লক্ষ্য করেছি। কখনই ভালো শোনায় না। হয় শুদ্ধ নয় চরিত্র উপযোগী চলিত ভাষা, দুটো একসাথে নয়।

গানগুলো ভালো ছিলো কিনতু ছায়াছবির মদ্ধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেমানান এবং আরোপিত মনে হয়েছে। আমার কাছে গানের প্রয়োগগুলো আদৌ ভালো লাগেনি।

তবে সব মিলিয়ে স্বীকার করতেই হবে বহুদিন পর বাংলাদেশী একটি ছায়াছবি দেখে খুব-ই উপভোগ করেছি। আশীর দশকে দেখা ‘সুর্য দীঘল বাড়ী’ আজ-ও আমার সবচেয়ে প্রিয় বাংলাদেশি ছায়াছবি, তবে ‘গেরিলা’ দেখে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত।

পরিচালনাঃ নাসির উদ্দিন ইউসুফ

প্রযোজনাঃ এশা ইউসুফ

নাট্যলিপিঃ সৈয়দ শামসুল হক

আপনারা যদি অন লাইনে দেখতে চান তাহলে এই লিঙ্কটি চেষ্টা করে দেখতে পারেনঃ

http://www.tvspider.com/guerrilla-2011-%E2%80%93-bengali-movie-watch-online/

(www.shujarasheed.com)